দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 31

কৃষি ভার্সিটিতে হেপাটাইটিস আতঙ্ক ॥ শিক্ষকসহ দু'জনের মৃত্যু

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হেপাটাইটিস আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত একজন শিক্ষকসহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে হেপাটাইটিস বি-ভাইরাস জনিত রোগে। পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ আবদুর রহমান এ রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি ক্লিনিকে মারা যান। ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যায় কৃষি অনুষদের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তাপস। বর্তমানে ৪র্থ বর্ষ কৃষি অনুষদের আরেক তাপস কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, হেপাটাইটিস বি(+) বহন করছে এমন অন্তত ১০ ছাত্রের তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে। ব্যাপকভাবে মেডিক্যাল চেকআপ করলে এ সংখ্যা ৫শ' ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে সূত্রটি আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

হেপাটাইটিস মূলত পানি বাহিত রোগ। পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি পান ও ব্যবহার করলে এ রোগ হয় না। কিন্তু বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা খুবই নোংরা। ছাদে রক্ষিত ট্যাঙ্কগুলো স্থাপনের পর আর পরিষ্কার করা হয়নি। সেগুলোতে ব্যাপক হারে ময়লা জমেছে। এগুলো একবার চোখে দেখলে পানি পান করার ইচ্ছা চিরদিনের মতো দূর হয়ে যায়। অথচ বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা তা পান করছে এবং হেপাটাইটিসসহ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

ওয়াটার-পাম্পের সরবরাহ পাইপগুলো ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অদ্যাবধি আর বদলানো হয়নি। পাইপগুলো ময়লা আর মরিচায় ভরে গেছে। হলগুলোর পানির কল খুললে প্রচুর ময়লা বের হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন দৃষ্টিই দিচ্ছে না। অথচ যে হারে হেপাটাইটিস দেখা দিচ্ছে তাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কেউ কেউ হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন নিচ্ছে। কিন্তু আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। অবিলম্বে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে না পারলে এ আতঙ্ক দূর করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে গমের বদলে চাল দেয়া হবে

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে গমের পরিবর্তে চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় আজ এই কর্মসূচীর চলতি অর্থবছরের ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল-জুন '৯৯) বরাদ্দ প্রদান করেছে। এতে জুন মাসে ৭৫ হাজার মেট্রিক টন চাল সরকারী গুদাম থেকে উত্তোলন ও বিতরণ হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই চলতি অর্থবছরে এই কর্মসূচীতে ২ লাখ ৯৭ হাজার মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।-তথ্য বিবরণী।